স্বদেশ

দেশ দুর্নীতির শীর্ষেই

বিশ্বব্যাংকের র‌্যাংকিং রিপোর্ট- সুশাসন, আইনের শাসন, জবাবদিহিতা ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অবস্থা একই

বিশ্ব ব্যাংকের সর্বশেষ জরিপেও বাংলাদেশকে শীর্ষ দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সারাবিশ্বে একযোগে প্রকাশিত 'ওয়ার্ল্ড গভর্নেন্স ইন্ডিকেটর্স' (ডব্লিউজিআই) বাংলাদেশকে এইভাবে চিহ্নিত করেছে। এই সূচক অনুযায়ী দুর্নীতি প্রতিরোধের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্কোর মোট একশ-এর মধ্যে মাত্র ১০। চাঁদ, এঙ্গোলা ও ইরাকসহ আফ্রিকার অল্পকিছু দেশ একই ধরনের নিচু র‌্যাংকে রয়েছে। বিশ্বব্যাংক সারা পৃথিবীতে তাদের সব সদস্য দেশের জন্য সুশাসন র‌্যাংকিং করে আসছে ১৯৯৬ সাল থেকে। আজ ওয়াশিংটন থেকে প্রকাশিত এই সূচকে জবাবদিহিতা, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সহিংসতার মাত্রা, সরকারের কার্যকারিতা, নিয়ন্ত্রণমূলক মান, আইনের শাসন ও দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে দেশগুলোকে স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছে। শতাধিক দেশের সূচকের মান অনুযায়ী দুর্নীতিমুক্ততার দিক থেকে সর্বোচ্চ ৯৮ নম্বর পেয়ে সব থেকে ভাল অবস্থানে রয়েছে সুইজারল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্রের প্রাপ্ত নম্বর ৯১ ও যুক্তরাজ্যের ৯৪ নম্বর। ভারতের রয়েছে ৪৭ ও পাকিস্তানের রয়েছে ২১। শুধু দুর্নীতি নয় বাকি সবগুলো সূচকেও বাংলাদেশের অবস্থান খুবই নাজুক। জবাবদিহিতায় র‌্যাংক ২৯, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতায় র‌্যাংক ৯, সুশাসনে ২২, নিয়ন্ত্রণ মানে ২১ এবং আইনের শাসনে র‌্যাংক ১৫। এর সবগুলোতে সকল দেশের মধ্যে একেবারেই নিচে। সূচক প্রকাশ করে বিশ্বব্যাংক বলেছে, ২০০৭ সালে সুশাসনের ক্ষেত্রে বিশ্বের বেশকিছু দেশ উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখিয়েছে। এক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া আফ্রিকার দেশগুলোও ভাল করেছে। নতুনভাবে দ্রুত উঠে আসা বেশকিছু দেশ ভৌগোলিক সীমায় ভাল ফল করেছে। প্রতিবেদনে শূন্য থেকে ১০ নম্বর প্রাপ্ত দেশগুলোকে পারফরমেন্স-এর দিক থেকে খুব খারাপ বলে চিহ্নিত করেছে। ১০ থেকে ২৫ পর্যন্ত প্রাপ্ত নম্বরগুলোকেও অসন্তোষজনক বলে মনে করে। বাংলাদেশের সবগুলো ক্ষেত্রেই ২৫ নম্বরের নিচে রয়েছে। [নূরুল হাসান খান]

বিশ্বের শীর্ষ ৫০ চিন্তানায়কের তালিকায় ড. ইউনূস

নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী বাংলাদেশি অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সৌভাগ্যের মুকুটে আরো একটি পালক যোগ হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক স্থায়িত্ব ও দায়িত্বশীলতার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রাখায় বিশ্বের শীর্ষ ৫০ চিন্তানায়কের তালিকায় এবার স্থান করে নিয়েছেন তিনি। বাসসের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে গতকাল এ খবর প্রকাশিত হয়। ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী এবং ক্যামব্রিজ প্রোগ্রাম ফর ইন্ডাস্ট্রির (সিপিআই) ২০তম বার্ষিকী উপলক্ষে এ তালিকা তৈরি করা হয়। সিপিআইয়ের অ্যালামনাই নেটওয়ার্কে পরিচালিত এক জরিপের মাধ্যমে তালিকাটি প্রস্তুত করা হয়। পৃথিবীব্যাপী বিস্তৃত এ নেটওয়ার্কের প্রায় দুই হাজার সিনিয়র নেতা ও স্কলার এ জরিপে অংশ নেন। সুনির্দিষ্ট রেফারেন্সের ভিত্তিতে তৈরি একটি বইয়ে ড. ইউনূসের জীবন ও কর্মের গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরা হবে। শীর্ষ ৫০ চিন্তানায়কের সবার অসামান্য অবদান স্থান পাবে এ বইটিতে।

Muslim names for the other four choices: Turkish religious leader Fethullah Gülen (No. 1), Orhan Pamuk (No. 4), Abdolkarim Soroush (No. 7), Mahmood Mamdani (No. 9), Shirin Ebadi (No. 10).

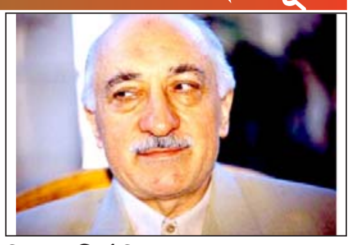

বিশ্বের শীর্ষ চিন্তানায়ক তুরস্কের ফেতাউল্লাহ গুলেন

নতুন কলরেট নিয়ে পহেলা জুলাই বিটিসিএল বাজারে : প্রতি মিনিট ১৫ পয়সা

টেলিফোনের প্রতি মিনিট কলচার্জ ১০ পয়সা এবং সংযোগ ফি ঢাকায় দুই হাজার ও চট্টগ্রামে ১ হাজার টাকা নির্ধারণসহ নানাবিধ সুবিধা দিয়ে আজ থেকে নবগঠিত বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশনস কোম্পানি লি. (বিটিসিএল) আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে। একই সঙ্গে বাংলাদেশ সাব-মেরিন কেবল কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিসিএল) যাত্রা শুরু করছে।

গতকাল সোমবার বিটিটিবি ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব) এম এ মালেক এ কথা জানিয়ে বলেন, বিটিসিএল-এর লক্ষ্য হলো আধুনিক প্রযুক্তির টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে নেতৃস্থানীয় সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বজনীন ও যুগোপযোগী টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান নিশ্চিত করা।

সাংবাদিক সম্মেলনে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সচিব ইকবাল মাহমুদ, বিটিসিএল-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক আশরাফুল আলীম এবং বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি লিমিটেড বিএসসিসিএল-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মনোয়ার হোসেনসহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব) এম এ মালেক বলেন, জনগণের জন্য উন্নত সেবা নিশ্চিত করতে নতুন এই কোম্পানি টেলিফোনের চার্জ কমিয়েছে। নতুন চার্জ অনুযায়ী প্রতিমিনিট পিক আওয়ারে ১৫ পয়সা অফ পিক আওয়ারে ১০ পয়সা, এনডবিউ কল প্রতি মিনিট পিক আওয়ারে ১ টাকা ও অফ পিক আওয়ারে ৭০ পয়সা এবং বিটিসিএল-এর ফোন থেকে মোবাইলে কল করলে প্রতি মিনিট ১ টাকা, অফ পিক আওয়ারে ৭০ পয়সা পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, একইভাবে নতুন সংযোগ ফি ঢাকায় দুই হাজার চট্টগ্রামে ১ হাজার টাকা, জেলা, উপজেলা ও গ্রোথ সেন্টারে ৬শ টাকা এবং ইন্টারনেট সংযোগ ফ্রি করা হয়েছে। উলেখ্য, আগে নতুন সংযোগ ফি ঢাকা এবং চট্টগ্রামে ছিল ৫ হাজার ৮৬০ টাকা, জেলা শহরে ছিল ৩ হাজার ৮৪০ টাকা, উপজেলা ও গ্রোথ সেন্টারে সংযোগ ছিল ২ হাজার ৩শ টাকা।

বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল কোম্পানি লিঃ সম্পর্কে প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী বলেন, সাবমেরিন কেবল কোম্পানি নামে একটি নতুন কোম্পানি গঠন করে সাবমেরিন কেবল সিস্টেম-এর সকল সম্পদ ও দায়দেনা এর কাছে হস্তান্তরিত করা হয়েছে। এই কোম্পানির প্রধান কাজ হবে টেলিযোগাযোগের এই উত্তম মাধ্যমের সুফল মানুষের দোরগোড়ায় পৌছে দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এই কোম্পানি সাবমেরিন কেবল ব্যান্ডউইডথ-এর সফল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ইন্টারনেট সেবা গ্রামেগঞ্জে ছড়িয়ে দিতে পারবে।

এদেশ

মার্কিনীদের ভাষ্য অনুযায়ী বুশ প্রশাসনই বর্তমান পরিস্থিতির জন্য দায়ী

টাইমস / ব্লুমবার্গ জরীপ, জুন ২৫, ২০০৬

মার্কিনীদের ভাষ্য অনুযায়ী বুশ প্রশাসনই বর্তমান পরিস্থিতির জন্য দায়ী।

-তেলের দাম বাড়ানোর জন্য কে দায়ী ?

বুশ প্রশাসন - ২৯%, তেল কোম্পানী - ২৫%, ভোগ্যপণ্য সরবরাহ - ১৩%, বিশ্বে তেলের চাহিদা ১১%, বিদেশী তেল উৎপাদনকারী দেশ - ৯%।

- বুশের জনপ্রিয়তাঃ

মার্চ ২০০১ - ৬৪%, জুন ২০০৮ - ২৩% ।

-- তেলের মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধে বুশ প্রশাসন কি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে ?

৮১% বলেছেন বুশ পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে নাই।

(এর মাঝে রিপাবলিকানদের ৬০%, ডেমোক্র্যাটদের ৯২% এবং ইন্ডিপেন্ডেন্টদের সংখ্যা ৮৫%)

৭০ শতাংশ মনে করেন তেলের এই মূল্য বৃদ্ধিতে তাদের কষ্ট বেড়ে গেছে। (জরীপ চলে ১৯ - ২৩ জুন, ২০০৪ এবং ১২৩৩ জনের মাঝে, স্যাম্পলিং এরর ৩%)

জ্বালানী মূল্যের আগুনে পুড়ে বদলে যাচ্ছে আমেরিকানদের জীবনযাত্রা

একুশ রিপোর্ট

জ্বালানী মূল্যবৃদ্ধির আগুনে পুড়ে বদলে যাচ্ছে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে মানুষের খাদ্যাভ্যাস, যাতায়াত ব্যবস্থার ধরণসহ সামগ্রিক দৈনন্দিন জীবনযাত্রা। বাড়তি খরচের চাপ থেকে বাঁচার জন্য জনগণ বিকল্প পথের আশ্রয় নিতে শুরু করেছে ব্যাপক হারে।

গত এক মাসের মধ্যে ক্যালিফোর্ণিয়ায় গ্যাসের মূল্য গ্যালন প্রতি ১৯ সেন্ট থেকে শুরু করে ৫০ সেন্ট পর্যন্ত বেড়ে প্রায় সাড়ে ৪ ডলারে গিয়ে ঠেকেছে। যেখানে যুক্তরাষ্ট্রে গ্যাসোলিনের মূল্য বেড়ে ৪ ডলারে পৌঁছেছে সেখানে শুধু ক্যালিফোর্ণিয়াতেই তা বেড়ে সাড়ে ৪ ডলারে দাঁড়িয়েছে। এ নিয়ে বিগত সাড়ে চার মাসে ক্যালিফোর্ণিয়ায় গ্যাসের মূল্য লাফিয়ে লাফিয়ে শতকরা ৩৭ ভাগেরও বেশি বেড়েছে (সূত্র ঃ এনার্জি ডিপার্টমেন্ট)।

এদিকে জ্বালানীর এরকম তীব্র মূল্যবৃদ্ধিতে দিশেহারা হয়ে পড়া আমেরিকানরা বাধ্য হয়ে তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনতে শুরু করেছেন, যার প্রভাব চোখে পড়ে 'মাস ট্রানজিট' বা গণ পরিবহনে যাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার চিত্র থেকে। পাতাল রেল, সাবওয়ে, মেট্রো বাসসহ বিভিন্ন গণ পরিবহনে যাত্রীসংখ্যা ২০০৭ সালেই বিগত ৫০ বছরের মধ্যে রেকর্ড পরিমাণ বেড়ে গিয়েছিলো সারা আমেরিকা জুড়ে। আর ২০০৮ সালের প্রথম তিন মাসে ২০০৭ সালের রেকর্ডকেও ছাড়িয়ে গেছে। এই প্রথম তিন মাসে জাতীয়ভাবে গণ পরিবহনে যাত্রীসংখ্যা ২০০৭ সালের চেয়ে ৩.৩% বেড়েছে। লস এঞ্জেলেস কাউন্টি মেট্রো ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (এলএএমটিএ)-র সাম্প্রতিক তথ্য মতে এ বছরের এপ্রিল মাসে মেট্রো রেলে যাত্রীসংখ্যা বিগত বছরের একই সময়ের চেয়ে শতকরা ৪.৫ ভাগ বেড়েছে।

ট্র্যাভেল গ্রুপ 'ট্রিপল এ' কর্তৃক সাম্প্রতিক সময়ে পরিচালিত এক জরিপের ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, জ্বালানীর মূল্য গ্যালন প্রতি ৫ ডলারে উঠে এলে শতকরা ৮৫ ভাগ মার্কিনীই নিতান্ত আবশ্যিক প্রয়োজন ছাড়া গাড়ি চালনা ছেড়ে দেবেন এবং বাইক চালানো, হাঁটা বা বিকল্প পন্থা খুঁজে বের করবেন। এদিকে অশোধিত জ্বালানীর মূল্য আকাশচুম্বী হওয়ায় সারা যুক্তরাষ্ট্রে মাইল প্রতি কম জ্বালানী খরচ হয় এমন যানবাহন কেনার হার বেড়ে গেছে এবং বেশি জ্বালানী লাগে এমন সব পিকআপ, ট্রাক ইত্যাদির বিক্রি কমে গেছে।

তাছাড়া আমেরিকানরা তাদের বাৎসরিক ভ্যাকেশান প্ল্যান বা ছুটি কাটানোর পরিকল্পনায় কাটছাঁট করছেন এবং ব্র্যান্ড নেম পণ্যের কেনাকাটা কমিয়ে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, আমেরিকানদের জীবিকা নির্ধারণের ধরনেও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। জ্বালানী খরচের উৎপাত থেকে রেহাই পেতে মরিয়া আমেরিকানরা বাসস্থানের দু'চার মাইলের মধ্যে কাজ পেতে চেষ্টা করছেন কিংবা কর্মস্থলের দু'চার মাইলের মধ্যে গিয়ে বসবাস করার জন্য বর্তমান বাসস্থান পরিবর্তনের চেষ্টা করছেন।

মাসে ৯১.৭ মিলিয়ন মাইল ভ্রমণের তুলনায় মে মাসে ৯১.৪ মিলিয়ন মাইল ট্রাভেল হয়েছে। যদিও এই সংখ্যা কম তবুও গ্যাস কনজামশনের ক্ষেত্রে এই নিম্নগতি লক্ষ্য করার মতো। সামারে এই সংখ্যা আরো কমবে বলে পর্যবেক্ষকরা ধারণা করছেন। মে ২০০৮-এ গত বছরের তুলনায় ৪৩.৫ মিলিয়ন গ্যালন গ্যাসোলিন কম বিক্রি হয়েছে।

হাইব্রিড গাড়ীর কদর

হাইব্রিড গাড়ীর কদর বাড়ছে কিন্তু গাড়ীর দাম বেশী হওয়াতে ছোট ও মিড সাইজ রেগুলার গ্যাস চালিত গাড়ীর জনপ্রিয়তা বাড়ছে।। এডমুন্ডস ডট কমের এক সমীক্ষায় শেভী আভেও (Chevy Aveo) কে নাম্বার ওয়ান ইকোনোমিক্যাল ভেহিকল্ বলে বলা হয়েছে (23-24 City /32-34 Hwy)। হোন্ডা সিভিক হাইব্রিডের র‌্যাংক দশ, টয়োটা প্রিয়াস হাইব্রিডের স্থান এসেছে ২৬তমে। ২য় স্থানে এসেছে হোন্ডাই একসেন্ট (24-27 City /32-33 Hwy), ৩য় স্থানে হোন্ডা ফিট (27-28 City / 33-34 Hwy), ৪ নম্বর টয়োটা ইয়ারিস (29 City / 35-36 Hwy), ৫ নম্বর হোন্ডা সিভিক (21-26 City /29-36 Hwy), ৬ নম্বর নিসান ভার্সন (24-30 City /31-36 Hwy), ৭নম্বর কিয়া রিও (25-27 City /32-35 Hwy), ৮ নম্বর মাজদা মাজদা ৩ (22-24 City /29-32 Hwy), ৯ নম্বর টয়োটা করোলা (26-28 City /35-37 Hwy) এবং ১০ নাম্বারে এসেছে হোন্ডা সিভিক হাইব্রিড (40 City /45 Hwy)।

হাইব্রিড গাড়ী যা গ্যাস ও ইলেকট্রিক গাড়ী গ্যাসোলিনের খরচ থেকে বাঁচায় কিন্তু মূল্যের দিক দিয়ে অনেক বেশী। যেখানে টয়োটা প্রিয়াস হাইব্রিডের (46 MPG) নূন্যতম মূল্য ২১,৫০০ যা এই মূল্যের চেয়েও অনেক চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে (৩০০০০+) এবং তিন মাসেরও বেশী অপেক্ষা করতে হবে কেনার জন্য - সেখানে শেভী আভেওর (27MPG) দাম শুরু হয়েছে ১০২৩৫ ডলার দিয়ে। বর্তমানে গাড়ী ক্রেতারা রেগুলার ইঞ্জিনের ছোট গাড়ী পছন্দ করছেন। তবে জরীপে বলা হয়েছে ৫০ শতাংশ গাড়ী ক্রেতা ইমোশনাল পারচেজ করেন, ফিনান্সিয়াল কনসিডারেশন সেখানে গৌণ।

নতুন হাইব্রিড গাড়ীতে ট্যাক্স ক্রেডিট

নতুন হাইব্রিড গাড়ী কেনার সময় ফেডারেল গর্ভমেন্টের ট্যাক্স ক্রেডিট কিছু কিছু গাড়ীর ক্ষেত্রে কমেছে। হোন্ডা সিভিক হাইব্রিডের ট্যাক্স কাট ১০৫০ ডলার থেকে ৫২৫ ডলারে এসেছে। টয়োটা ক্যামেরী হাইব্রিডে এখন কোন ট্যাক্স ক্রেডিট নাই। ২০০৫ সন থেকে প্রবর্তিত ফেডারেল হাইব্রিড ক্রেডিট কাটের আওতায় প্রায় ৬০ হাজার গাড়ী বিক্রি হয়েছে। টয়োটা লেক্সাস ব্র্যান্ডের হাইব্রিড গাড়ীর ডিমান্ড বেশী থাকাতে তাদের ট্যাক্স ব্রেকের কোটা শেষ হয়ে গেছে এই বছরের জানুয়ারী থেকে। নিসান অলটিমা হাইব্রিড ২৩৫০ ডলারের ট্যাক্স ক্রেডিটসহ শেভী মালিবু ও কোর্ড এসকেপ, মারকারী মারিনার হাইব্রিড গাড়ী কিনলে এখনও ট্যাক্স ক্রেডিট পাওয়া যাবে। ন্যাচারাল গ্যাস (সিএনজি) চালিত হোন্ডা সিভিক GX 'অলটারনেটিভ ফুয়েল' ট্যাক্স ব্রেক হিসাবে ৪০০০ ডলার ট্যাক্স ক্রেডিট পাবে।

অন্যদিকে হাইড্রোজেন দিয়ে চালিত গাড়ী নিয়ে সেলিব্রেটিদের মাঝে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। BMW-র হাইড্রোজেন 7 Series বাজারে আসবার আগেই কমেডিয়ান জে লেনো, ক্যামরন ডিয়াস ও ম্যাজিক জনসনের হাতে পৌঁছে গেছে। প্রায় ২০টি পরীক্ষামূলক হাইড্রোজেন ৭ সিরিজ বাজারে এসেছে। গাড়ী নির্মাতার সবুজ বিপ্লবের অংশ হিসাবে হাইড্রোজেন ফুয়েল চালিত গাড়ীকে জনপ্রিয় ও হাইড্রোজেন দিয়ে চালিত গাড়ীর সাধারণ বাজার তৈরী করার জন্য এই প্রচারনায় নেমেছে। হাইড্রোজেন টেকনোলজী অনেক পুরোনো টেকনোলজী যা স্পেস শাটল ও অন্যান্য সেক্টরে ব্যবহার করা হচ্ছে। হাইড্রোজেন গ্যাস ও বাতাস থেকে অক্সিজেন নিয়ে 'ফুয়েল সেলের' মাধ্যমে ইলেকট্রিসিটি তৈরী করে গাড়ী চালানো হয়।

হাইড্রোজেন ফুয়েল চালিত গাড়ী হোন্ডা FCX Clarity এক ট্যাংকে ২৭০ মাইল চলে। এই গাড়ীর আক্রমণ ঘটছে এই মাসেই। প্রায় ৫০ হাজার ক্রেতা অনলাইনে গাড়ী কিনবার জন্য সাইন আপ করেছে। জেনারেল মটরও এই দৌড়ে পিছিয়ে নেই। ৮০০০ জন ওয়েটিং লিস্টে আছে। এই হাইড্রোজেন টেকনোলজীর বড় সমস্যা হলো ফুয়েল সার্ভিসিং। সারা আমেরিকায় মাত্র ৬১টি হাইড্রোজেন ফুয়েলিং স্টেশন আছে। তার মাঝে ২৫টিই ক্যালিফোর্ণিয়াতে, জি এম ও হোন্ডা কোম্পানী গাড়ী বিক্রি করার প্ল্যান করছে যারা বারব্যাংক, টরেন্স, সান্তা মনিকা ও আরভাইনে বর্তমানে বসবাস করছেন। ফুয়েলিং ইনফ্রস্ট্রাকচার ঠিক হলে ২০১২ সালের আগেই অনেক হাইড্রোজেন চালিত গাড়ী বাজারে আসবে।

জ্বালানী তেলের বৃদ্ধিতে লস এঞ্জেলেসে কম্যুটার লাইনে যাত্রী সংখ্যা রেকর্ড পরিমাণে বাড়ছে

একুশ ডেস্ক

পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ব্যবহারে যাত্রীগণ অভ্যস্ত হয়ে উঠছেন। গত ২০ জুনে প্রকাশিত এক রিপোর্টে মেট্রোলিংকে ১৭ জুন ৫০২৩২ জন যাত্রীর সেবা করেছে যা একদিনের সর্বোচ্চ রেকর্ড। যা গত বছরের এই সময়ের তুলনায় ১৫.৬ শতাংশ বেশী। অন্যদিকে ফ্রীওয়েতে ট্রাফিক ১.৫ শতাংশ কমেছে। গত মার্চ

প্রতি শনিবার ভ্যান নাইস উডলী পার্কে দুপুর ১২টা থেকে ১টা পর্যন্ত স্থানীয় উদ্যোক্তাদের হাইড্রোজেন ফুয়েল সেল টেকনোলজী চালিত গাড়ীর প্রদর্শনী হচ্ছে। ছবি-একুশ

শুক্রবার বিকেল ৫:৩০ মিনিটে একুশের ক্যামেরায় ব্যস্ততম ১০১ ফ্রীওয়ের দৃশ্য। ছাব-একুশ

স্থানীয় উদ্যোক্তাদের কাছে নেওয়া প্রাথমিক সাহায্যঃ

প্রতি শনিবার ভ্যান নাইস উডলী পার্কে দুপুর ১২টা থেকে ১টা পর্যন্ত স্থানীয় উদ্যোক্তাদের হাইড্রোজেন ফুয়েল সেল টেকনোলজী চালিত গাড়ীর প্রদর্শনী হচ্ছে। পুরোনো গাড়ী ও অটো সম্বন্ধে যাদের জ্ঞান আছে এবং যারা ব্যক্তিগতভাবে মেইনটেইন করতে পারবেন তাদেরকে গাইড করা হচ্ছে। সেখানে এই সেল টেকনোলজী ইনস্টল করার জন্য মেকানিকও রয়েছে। তবে নতুন লীজ বা ওয়ারেন্টযুক্ত গাড়ীতে এই অপরিক্ষীত সাধারণ টেকনোলজী ব্যবহার করা যাবে না। বর্তমান গ্যাসের সাথে ব্যবহৃত এই টেকনোলজী কত মাইল জ্বালানী সাশ্রয় করবে তার সম্বন্ধেও কোন স্বচ্ছ ধারণা নেই এই উদ্যোক্তাদের।

মেয়র পদে দলীয় প্রার্থীদের বিজয় নিশ্চিত করতে আওয়ামী লীগের বিশেষ কৌশল

ঢাকা ৩ জুলাই: তফসিল ঘোষিত ৪ সিটি করপোরেশন ও ৯ পৌরসভা নির্বাচনে মেয়র পদে দলীয় প্রার্থীদের বিজয় নিশ্চিত করতে ৩টি বিশেষ কৌশল গ্রহণ করেছে আওয়ামী লীগ। এগুলো হচ্ছে তৃণমূল পর্যায় থেকে মনোনয়ন আহ্বান, নাগরিক কমিটির ব্যানারে নির্বাচনে অংশগ্রহণ এবং ১৪ দলসহ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল শক্তিকে নাগরিক কমিটির প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করা। এই লক্ষ্যে আজ সোমবার থেকেই ১৪ দলের শরিকদের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় আলোচনা শুরু করবে আওয়ামী লীগ। গত ২৬ জুন অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় তফসিল ঘোষিত স্থানীয় সরকারের ৪ সিটি করপোরেশন ও ৯টি পৌরসভা নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয় দেশের বৃহত্তর রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে দলীয়ভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ না থাকায় প্রার্থী মনোনয়নে কেন্দ্র থেকে সরাসরি হস্তক্ষেপ না করে প্রার্থী বাছাইয়ের দায়িত্ব তৃণমূলে থাকবে। তবে কেন্দ্র থেকে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেওয়া হবে। সরকারের সঙ্গে সমঝোতার ভিত্তিতে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে বিএনপির এই অভিযোগের প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফ এই মন্তব্য অনভিপ্রেত বলে উল্লেখ করে বলেন, বর্জনের রাজনীতি সঠিক নয়। তবে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের নিজস্ব মতামত রয়েছে। তিনি বলেন, 'আমরা চাই সব রাজনৈতিক দলই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করুক। আমরা সবার অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাৎপর্যপূর্ণ ও সফল সংলাপ দেখতে চাই। আর সব দলের অংশগ্রহণে অবাধ, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন চাই'। তবে নির্বাচনী আইনের বাধ্যবাধকতার কারণেই ১৪ দলগতভাবে প্রকাশ্যে কোনো প্রার্থীকে সমর্থন দেয়া হবে না। আর যেহেতু প্রার্থিতার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হবে স্থানীয়ভাবে; তাই প্রার্থিতা নিয়ে কোনো মতবিরোধ সৃষ্টি হবে না। কেন্দ্রীয়ভাবে ১৪ দলের ঐক্যে এর বড়ো ধরনের কোনো প্রভাব পড়ার আশঙ্কা থাকবে না। তবে আওয়ামী লীগ তথা ১৪ দলের প্রার্থীদের বিজয় নিশ্চিত করতে যেসব নির্বাচনী এলাকায় প্রার্থিতা নিয়ে কোনো বিরোধ থাকবে না, সেগুলোতে ১৪ দলসহ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল শক্তির সমন্বয়ে নাগরিক কমিটি গঠন করে দল তথা জোটের প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণা চালানো হবে। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের বিজয় নিশ্চিত করতে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের প্রগতিশীল শক্তির পাশাপাশি মহাজোটের অন্যান্য শরিকদের সমর্থন আদায়ের উদ্যোগও নেওয়া।

সরকার আওয়ামী লীগের সঙ্গে আঁতাত করে ক্ষমতায় এসেছে ঃ দেলোয়ার

ঢাকা ৩ জুলাই: বিএনপি মহাসচিব খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন বলেছেন, দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে যারা স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন তাদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেয়া হবে। বিএনপিসহ চার দলকে উপেক্ষা করে নির্বাচন করা হলে জনগণ সে নির্বাচন তো গ্রহণযোগ্য হবে না। ৩ জুলাই মানিক মিয়া এভিনিউর ন্যাম ফ্লাটে মুক্তিযোদ্ধা দলের প্রতীক অনশন অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন। বেগম খালেদা জিয়ার নিঃশর্ত মুক্তি ও তারেক রহমান এবং আরাফাত রহমান কোকোকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানোর দাবিতে মুক্তিযোদ্ধা দল কেন্দ্রীয় কমিটি এ প্রতীকী অনশনের আয়োজন করে। মহাসচিব জুস পান করিয়ে অনশন ভঙ্গ করান। খোন্দকার দেলোয়ার বলেন, স্থানীয় সরকার নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে নমিনেশন দেয়া না হলেও প্রকাশ্যে বা গোপনে সমর্থন থাকে। কেউ যদি দলের সিদ্ধান্ত মতে না চলে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে। বিএনপি নির্বাচনে অংশ না নিলে তা প্রতিহত করার জন্য কোন কর্মসূচি দেয়া হবে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, নির্বাচন প্রতিহত করার অর্থ এই নয় লগি বৈঠা নিয়ে বাধা দেয়া। জনগণ নির্বাচনে অংশ না নিলেই তা প্রতিহত হয়ে যাবে। সরকারের সঙ্গে আওয়ামী লীগের সংলাপের সমালোচনা করে খোন্দকার দেলোয়ার অভিযোগ করে বলেন, ফখরুদ্দীন আহমদের সরকার ক্ষমতায় এসেছে আওয়ামী লীগের সঙ্গে আঁতাত করে। তাদের সঙ্গে যে সংলাপ হচ্ছে তা জনগণ জানে। আওয়ামী লীগ দাবি করেছে এই সরকারকে তারা ক্ষমতায় বসিয়েছে। সুতরাং তারা সরকারের সঙ্গে সংলাপ করবে এটাই তো স্বাভাবিক। বিএনপি মহাসচিব বলেন, খালেদা জিয়ার মুক্তির বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়া যাবে না। তিনি বলেন, ক্ষমতাকে আঁকড়ে ধরে বসে থাকাই সরকারের উদ্দেশ্য । দেলোয়ার বলেন, যারা ওয়ান ইলেভেন ঘটাতে সহযোগিতা করেছিল তারা আজ পাতানো নির্বাচনে অংশ নিয়ে ক্ষমতায় ভাগ বসাতে চাচ্ছে। চারদলীয় জোটকে পাশ কাটিয়ে কিছু করা হলে বাংলার মানুষ তা মেনে নেবে না। খোন্দকার দেলোয়ার বলেন, সরকার তারেক রহমানকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিতে ঠেলে দিচ্ছে। সরকার যদি নিরপেক্ষতা প্রমাণ করতে চায় তবে অবশ্যই দ্রুত তারেক-কোকোকে চিকিৎসার জন্য বিদেশ পাঠানোর উদ্যোগ নেবে।

সংলাপে সরকারের কাছে সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি পায়নি আওয়ামী লীগ

আরেকটি সংলাপের নীতিগত সিদ্ধান্ত

ধারাবাহিক সংলাপের অংশ হিসেবে সরকার এবং আওয়ামী লীগের মধ্যে সংলাপ অনুষ্ঠিত। আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জিল্লুর রহমানের নেতৃত্বে ৯ সদস্যের প্রতিনিধিদল এতে অংশ নেয়। প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদ ছাড়াও সরকারের পাঁচজন উপদেষ্টা সংলাপে উপস্থিত ছিলেন।

সরকারের সাথে সংলাপে আওয়ামী লীগ জাতীয় নির্বাচনে তারিখ ঘোষণা, দলীয় সভানেত্রী শেখ হাসিনার স্থায়ী মুক্তি, গ্রেপ্তারকৃত দলের সকল নেতাকর্মীর মুক্তি, দ্রব্যমূল্য হ্রাস, তেল, গ্যাস ও জ্বালানির মূল্য কমানোর দাবি করেছে ।

আওয়ামী লীগ সূত্র বলেছে, জিল্লুর রহমান তার বক্তব্যের শুরুতে সভানেত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে করা সব মামলা প্রত্যাহার করে তার নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করেন। তিনি বলেন, শেখ হাসিনার মুক্তি ছাড়া সংলাপে চূড়ান্ত সাফল্য ও দেশে অবাধ, নিরপেক্ষ এবং গ্রহণযোগ্য নির্বাচন সম্ভব নয়। দেশে বর্তমানে গভীর সঙ্কট চলছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, নির্বাচিত সরকারের পক্ষেই সম্ভব বর্তমানের সঙ্কট মোকাবেলা করে দেশকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নেয়া।

সংলাপ শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে 'সফল' না 'ব্যর্থ' তা সরাসরি না বলে আওয়ামী লীগ বলেছে, ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে খোলামেলাভাবে আমরা সংলাপ করেছি। সরকারকে সাত দফা প্রস্তাব দিয়েছি। সরকারও আমাদের তিন দফা প্রস্তাব দিয়েছে। সংলাপে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে জাতীয় নির্বাচনের আগে উপজেলা নির্বাচন না করার দাবি জানালেও সরকার বলেছে, স্থানীয় সরকার নির্বাচনে জনআকাঙ্ক্ষা প্রবল। আমরা সেদিকে নজর দেবো। সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভোটার তালিকার কাজ শেষ হলে অক্টোবরের মধ্যেই উপজেলা পরিষদসহ স্থানীয় সরকার নির্বাচন সম্পন্ন করা হবে। সংলাপে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ডিসেম্বরের আগে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সম্মিলিতভাবে প্রস্তুতি গ্রহণের প্রস্তাব দেয়া হয়।

সরকার পক্ষের ব্রিফিংয়ে শিক্ষা উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান বলেন, আওয়ামী লীগের সঙ্গে তাদের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হলেও নির্বাচন ও নির্বাচনী পরিবেশ নিয়ে বেশি কথা হয়েছে। তিনি বলেন, জরুরি আইনের সুস্পষ্ট কোনো বিধান যা নির্বাচনকে ব্যাহত করতে পারে, তা শিথিল করার বিষয়ে বলেছি। নির্বাচন ব্যাহত হতে পারে এমন কোনো বিধান আওয়ামী লীগের মনে হলে তা চিহ্নিত করে আমরা তাদের জানাতে বলেছি। সেগুলো শিথিল করার বিষয়ে আমরা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবো। জরুরি অবস্থা সম্পূর্ণ প্রত্যাহারে আওয়ামী লীগের দাবি প্রসঙ্গে শিক্ষা উপদেষ্টা বলেন, আমরা বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে বলেছি এ নিয়ে আরো আলোচনা করে একটা যৌক্তিক পর্যায়ে পৌঁছবো। তবে এ মুহূর্তে তাদের বলেছি– শিথিলযোগ্য কোনো বিধান থাকলে জানাতে, আমরা এগুলো বিবেচনা করবো। এছাড়া নির্বাচনে আস্থার পরিবেশ সৃষ্টির জন্য আলোচনা করে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যাবে এমন বিশ্বাস রয়েছে বলে শিক্ষা উপদেষ্টা উল্লেখ করেন।

তিনি আরো বলেন, আওয়ামী লীগের সঙ্গে উপজেলা পরিষদ নির্বাচন নিয়ে আমাদের কোনো দ্বিমত নেই। তবে আওয়ামী লীগ সময় নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। আমরা আশ্বস্ত করেছি, জাতীয় নির্বাচনের বিষয়ে আমাদের পুরোপুরি নজর রয়েছে। তিনি জানান, অক্টোবরের মধ্যেই স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচনের প্রক্রিয়াগুলো শেষ করা হবে। তিনি আরো জানান, স্থানীয় সরকার নির্বাচনের বিষয়ে শক্তিশালী জনআকাঙ্ক্ষা রয়েছে। তাই এ নির্বাচনগুলো হওয়া দরকার। উপদেষ্টা জানান, আওয়ামী লীগের কাছে তারা সংলাপের উদ্দেশ্য তুলে ধরেছেন। রাজনীতির গুণগত উত্তরণে তারা তিনটি প্রস্তাব তুলে ধরেন। এর মধ্যে রয়েছে অর্থনীতির ওপর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিরূপ প্রভাব মুক্ত করা। নির্বাচনোত্তর স্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি ও কিছু প্রাতিষ্ঠানিক এবং সাংবিধানিক সংস্কার।

লীগ, জাতীয় পার্টি (এ), বিকল্প ধারা, এলডিপি, পিডিপি, ওয়ার্কার্স পার্টি, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি), কল্যাণ পার্টি, খেলাফত মজলিশ ও মুসলিম লীগসহ বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দলের নেতারা মনোনয়নপত্র জমা দেন। অন্যান্যবারের মত অনেক লোকজন ও ঢোলবাদ্য নিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার ক্ষেত্রে আইনি বাধা থাকায় প্রার্থীরা সাদামাটাভাবে নির্বাচন অফিসে যান। তারপরেও প্রার্থী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে আগ্রহের কমতি ছিল না।

সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা নির্বাচন ঘিরে রাজনৈতিক দলগুলোর তৎপরতা স্থানীয় সরকার নির্বাচনের অরাজনৈতিক চরিত্রকে প্রশ্নের মুখে ঠেলে দিয়েছে। নির্দলীয় এ নির্বাচনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে প্রার্থীর রাজনৈতিক পরিচয়। রাজনৈতিক দলের এ তৎপরতা নির্বাচনী আচরণবিধির লংঘন কিনা তা নিয়ে এখন পর্যন্ত নিশ্চিত নয় নির্বাচন কমিশন (ইসি)। বিষয়টি নিয়ে তারা বিব্রত ও দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছেন। এ বিষয়ে একটি সিদ্ধান্তে আসতে কমিশন বিষয়টি বিশ্লেষণ করে দেখছে। পাশাপাশি দেশে নির্বাচনী আবহ সৃষ্টিতে সহায়ক হবে মনে করে কমিশন রাজনৈতিক দলের এসব তৎপরতাকে এড়িয়ে যাওয়ার কৌশল নিয়েছে। কমিশন জানায়, এখন এড়িয়ে যাওয়া হলেও প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের পর কমিশন আইন প্রয়োগে কঠোর অবস্থানে যাবে।

স্থানীয় নির্বাচনে ব্যাপক সাড়াঃ স্থানীয় নির্বাচনে দলীয় রাজনীতি বিব্রত ইসি তবে নিশ্চুপ

চার সিটি কর্পোরেশন ও নয় পৌরসভা নির্বাচনের মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার শেষদিনে সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলোতে ব্যাপক সাড়া পড়েছে। অনেক ক্ষেত্রে দিনভর বৃষ্টি উপেক্ষা করে মেয়র ও কাউন্সিলর পদে নির্বাচন করতে আগ্রহীরা উৎসাহ, উদ্দীপনা আর আনন্দমুখর পরিবেশে মনোনয়নপত্র জমা দেন। গতকাল বৃহস্পতিবার ছিল মনোনয়নপত্র জমার শেষদিন। আইনি বিধি-নিষেধের কারণে রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনে অংশ নিতে না পারলেও বিএনপি আওয়ামী লীগসহ অধিকাংশ দলের নেতা-কর্মীরা নির্বাচনে অংশ নেয়ার উদ্দেশ্যে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। অনেকে দলীয় সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় থাকেননি। দলীয়ভাবে বিএনপি নির্বাচনে অংশ না নেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেও রাজশাহী, বরিশাল, খুলনা ও সিলেটে বিএনপি নেতারা মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। একমাত্র জামায়াত কোথাও মনোনয়নপত্র এখনো জমা দেয়নি বলে জানা গেছে। সংরক্ষিত মহিলা ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পদেও ব্যাপক সাড়া লক্ষ্য করা গেছে।

চার সিটি কর্পোরেশনে মেয়র পদে মোট ৬৮ জন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। এছাড়া সাধারণ ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পদে ৯৩৭ জন এবং সংরক্ষিত মহিলা ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পদে ২০২ জন মনোনয়নপত্র জমা দেন। আগামী ৬ ও ৭ জুলাই মনোনয়নপত্র বাছাই করা হবে। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষদিন ১৩ জুলাই। ১৪ জুলাই নির্বাচন কমিশন প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করবে। আর ভোট গ্রহণ হবে ৪ আগস্ট। নির্বাচন কমিশন গত ২০ জুন এসব নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেন। চার সিটিতে বিএনপি, আওয়ামী

অক্টোবরে উপজেলা নির্বাচন

আগামী অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে প্রায় তিনশ উপজেলার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচন কমিশন (ইসি) এখন সে প্রস্তুতিই নিচ্ছে। বর্তমানে চলছে উপজেলাগুলোর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা মুদ্রণ এবং সেগুলোর মূল্যায়নপর্ব। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে সম্ভাব্য উপজেলার সঠিক সংখ্যা এবং নির্বাচনের দিনক্ষণের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে ইসি। কমিশন সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

নোবেল কমিটির চেয়ারম্যান সস্ত্রীক বাংলাদেশে আসছেন ১৬ জুলাই

নোবেল কমিটির চেয়ারম্যান প্রফেসর ওলে ড্যানবল্ট মোজস ও তার স্ত্রী ও নোবেল কমিটির পরিচালক বেন্টি এরিকসেন আগামী ১৬ জুলাই পাঁচ দিনের সফরে ঢাকা আসছেন। ২০০৬ সালে শান্তিতে নোবেল জয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও গ্রামীণ ব্যাংকের নোবেল পদক প্রদর্শনী উপলক্ষে তিনি বাংলাদেশে আসছেন।

আগামী ১৫ থেকে ২০ জুলাই গ্রামীণ ব্যাংক ভবনে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ' জোবরা থেকে অসলো' শীর্ষক এক বিশেষ প্রদর্শনী। এই প্রদর্শনীতে নোবেল পদকসহ গ্রামীণ ব্যাংক ও এর কার্যক্রমের বিশেষ প্রদর্শনী হবে। ১৭ জুলাই এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করবেন প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদ। নোবেল কমিটির চেয়ারম্যান সফরকালে গ্রামীণ ব্যাংকের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করার পাশাপাশি সরকারের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন বলে জানা গেছে।

কোন দ্বিধাগ্রস্ত এবং আতংকগ্রস্ত জাতি উন্নতি লাভ করতে পারে নাঃ

প্রথম পাতার পর: শেখ হাসিনা বলেন, জনগণের উপর রয়েছে আমার অগাধ আস্থা এবং সেটিই হচ্ছে আমার সবচেয়ে বড় শক্তি। তিনি সমস্ত প্রবাসী এবং বাংলাদেশের বাঙালিদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে বলেন যে আমার মুক্তির জন্যে আপনারা সকলে ঐকান্তিক প্রয়াস চালিয়েছেন।

উল্লেখ্য যে যুক্তরাষ্ট্রে কান ও চোখের চিকিৎসা গ্রহনের পাশাপাশি একমাত্র কন্যা সায়মা হোসেন পুতুলের সাথেও কটা দিন কাটানোর জন্যে ২৬ জুন এসেছেন কাডার টরন্টোতে। এমনি অবস্থায় কানাডা প্রবাসীরা টরন্টোতে আসেন তাঁর সাথে সৌজন্য সাক্ষাতের জন্য। এ সাক্ষাৎকারটি অনুষ্ঠিত হয় এস্কারবরো সিটির এলিস হলে। এ সময় তাঁর বোন শেখ রেহানা, জামাতা খন্দকার মাশরুর হোসেন মিতু, তাঁর বিশেষ সহকারী ডঃ হাসান মাহমুদ, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপকমিটির সহসম্পাদক আব্দুস সোবহান গোলাপ, নিরাপত্তা কর্মকর্তা মেজর জেনারেল (অবঃ) তারেক মাহমুদ সিদ্দিকী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

শেখ হাসিনা বলেন, কোন দ্বিধাগ্রস্ত এবং আতংকগ্রস্ত জাতি উন্নতি লাভ করতে পারে না। সে জন্যে ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগ রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে থাকাকালে জাতীয় জীবনে আশা সঞ্চার করার নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। তিনি সে সময়ের বিভিন্ন উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে গিয়ে উলেখ করেন, দেশের মানুষ ১০ টাকা সের চাল খেয়েছেন এবং দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পন্ন হয়েছিল। আওয়ামী লীগ সরকার এবং বর্তমানের দ্রব্যমূল্যের চিত্র তুলে ধরে তিনি বলেন, মানুষ আজ বুঝতে পেরেছেন যে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় না থাকলে জনগণের উপর কী ধরনের দুর্ভোগ নেমে আসে।

কেয়ারটেকার সরকারের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী জনগণই সকল ক্ষমতার মালিক এবং কেয়ারটেকার সরকারের সাংবিধানিক দায়িত্ব হচ্ছে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা। স্বল্পতম সময়ের মধ্যে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের আহবানও জানিয়েছেন শেখ হাসিনা। কানাডা প্রবাসীদের বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে পরিণত করার প্রস্তাবটি আপনাদের মধ্যে থেকেই এসেছিল। সে বিষয়টি আমাদের সরকার জানার সাথে সাথে আমরা যথাযথ পদক্ষেপ নিয়েছিলাম এবং সেই থেকে আমাদের রক্তদানের দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে পরিণত করা হয়েছে।

শেখ হাসিনা বলেন, আপনাদের কাছে দোয়া চাই। আমি যতদিন বেঁচে থাকবো ততদিন সমস্ত প্রতিকূলতার মাঝেও জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং ভাগ্য উন্নয়নের জন্যে কাজ করে যাবো। আমার একটিই স্বপ্ন, তা হচ্ছে বাংলাদেশকে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তোলা। শেখ হাসিনা দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজের আহবান জানান ২০২০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যমশ্রেণীর উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্যে। শেখ হাসিনা কারাজীবনের ঘটনাবলী উপস্থাপন করেন এবং বলেন, সে সময়ে যদি আমার চিকিৎসা যথাযথভাবে করা হতো তাহলে আজকের এ নাজুক অবস্থার শিকার হতে হতো না। শেখ হাসিনা ৫ জুলাই লন্ডনের উদ্দেশ্যে কানাডা ত্যাগ করতে পারেন বলে সর্বশেষ প্রাপ্ত সংবাদে জানা গেছে। ৮ জুলাই তিনি ফিনল্যান্ড যাবেন শেখ রেহানার পুত্র রেজোয়ান সিদ্দিকী ববির বিয়ে উপলক্ষে। সেখানে বাস করেন ববির হবু স্ত্রী ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হয়েছেন এবং নাম রেখেছেন খাদিজা। ফিনল্যান্ড থেকে লন্ডন হয়ে শেখ হাসিনা আমেরিকায় ফিরতে পারেন বলে সর্বশেষ প্রাপ্ত সংবাদে জানা গেছে। কেননা এখন থেকে ৭ সপ্তাহ পর তাঁকে পুনরায় কানেকটিকাটে এবং ১২ সপ্তাহ পর ফ্লোরিডায় চিকিৎসকের সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে কান ও চোখের চিকিৎসার ফলোআপের জন্য।

প্রবাসীদের 'সুবিধাভোগী' নির্বাচনের জন্য আবেদনপত্র আহ্বান

রেমিটেন্স প্রেরণকারী প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিশেষ নাগরিক সুবিধা প্রদানে 'সুবিধা ভোগী' নির্বাচনের জন্য আবেদন আহবান করেছে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। আবেদনের ক্ষেত্রে ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে বৈধ ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে যারা ন্যূনতম ৫ হাজার ডলার দেশে প্রেরণ করেছেন তারাই আবেদন করতে পারবেন। আজ মঙ্গলবার থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত সংশিস্লষ্ট মিশনে নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে।

বছরে পাঁচ হাজার ডলার থেকে এক লাখ ডলার বা সমপরিমাণ অর্থ প্রেরণকারীদের 'খ' শ্রেণী এবং বছরে যারা এক লাখ ডলারের বেশী প্রেরণ করেন তাদেরকে 'ক' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হবে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, নির্বাচিতরা বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণকারী হিসেবে বিশেষ নাগরিক সুবিধা পাবেন। আবেদনপত্রের সঙ্গে দুই কপি করে স্ট্যাম্প সাইজের ছবিও জমা দিতে হবে।

বাংলাদেশের জনগণ প্রতারক রাজনীতিকদের হাত থেকে অবশ্যই রেহাই পাবে

-জেনারেল মইন

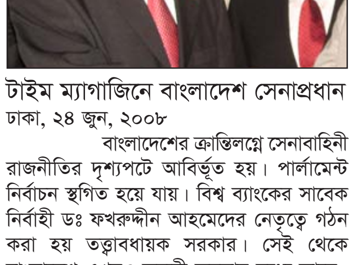

টাইম ম্যাগাজিনে বাংলাদেশ সেনাপ্রধান

ঢাকা, ২৪ জুন, ২০০৮

বাংলাদেশের ক্রান্তিলগ্নে সেনাবাহিনী রাজনীতির দৃশ্যপটে আবির্ভূত হয়। পার্লামেন্ট নির্বাচন স্থগিত হয়ে যায়। বিশ্ব ব্যাংকের সাবেক নির্বাহী ডঃ ফখরুদ্দীন আহমেদের নেতৃত্বে গঠন করা হয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার। সেই থেকে বাংলাদেশ এখনও জরুরী অবস্থার মধ্যে আছে। জেনারেল মইন অত্যন্ত বিনয়ী ও লাজুক প্রকৃতির। এই সেনাপ্রধান সম্প্রতি প্রথমবারের মতো টাইম ম্যাগাজিনকে দেয়া সাক্ষাৎকারে তুলে ধরেন দেশের সার্বিক অবস্থা। জুন ৩০ - জুলাই ৭ তারিখ সংকলিত টাইম ম্যাগাজিন থেকে প্রতিবেদনটির বিশেষ অংশ ঠিকানার সৌজন্যে তুলে ধরা হলো।

১ /১১ -তে যে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হলো সে প্রসঙ্গে জেনারেল মইন বলেন, তখন অবস্থা দ্রুত অবনতির দিকে যাচ্ছিলো। সমগ্র বিশ্ব ঢাকার রাজপথে মানুষকে পিটিয়ে হত্যা করার দৃশ্য দেখেছে। এ অবস্থাকে কি সামনে এগিয়ে দেয়া যায় ? আর ঠিক এ কারণেই সেনাবাহিনী তখন এগিয়ে আসে। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের জনগণ প্রতারক রাজনীতিকদের হাত থেকে অবশ্যই রেহাই পাবে।

এ দেশের মানুষ খুব সহজ সরল। তাদের মন কোমল। কোন অপরাধীও যদি তাদের কাছে গিয়ে কান্নাকাটি করে তাহলে তারা তাকে গ্রহণ করে। সংস্কার কার্যক্রমের বর্ণনা দিতে গিয়ে জেনারেল মইন বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঢেলে সাজানোর ব্যবস্থা নিয়েছে। ভোটার তালিকায় ১ কোটি ২০ লাখ ভূয়া নাম ছিল। সে সব নাম বাদ দিয়ে একটি পরিচ্ছন্ন ও নির্ভুল ভোটার তালিকা তৈরী করছে। একটি জাতিকে মাপা হয় তার নেতা দিয়ে। জনগণ কি ধরণের নেতা নির্বাচিত করলো তার ভিত্তিতে ওই জাতির মূল্যায়ন হয়। কাজেই তিনি মনে করেন দেশের জনগণ নিজেদের পায়ে কুড়াল মারবে না।

একুশ পড়ুন
একুশে বিজ্ঞাপন দিন
একুশ পত্রিকায় লিখুন
Ekush:818-941-3876